খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 34 ❑ 07 Nov., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

গাইঘাটার নির্যাতিতার পরিবারকে আইনি সাহায্যের আশ্বাস সেভ ডেমোক্রেসির

তিলোত্তমার পর রাজ্যে ধর্ষণের দর্শন ৪৮, অভিযুক্ত ৮৬ শতাংশই শাসকদলের

নিজস্ব সংবাদদাতা : সেভ ডেমোক্রেসি সংগঠনের প্রতিনিধিরা বুধবার বিকেলে যান গাইঘাটার শিমুলপুর এলাকায় নির্যাতিতার বাড়িতে। ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর তারা গাইঘাটা থানার পুলিশের সঙ্গেও কথা বলেন। এদিন বিকেলে বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রের নেতৃত্বেও একটি প্রতিনিধিদল নির্যাতিতার বাড়িতে যান। সঙ্গে ছিলেন গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর।

ডেমোক্রেসি সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রতিনিধিরা নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সেফ ডেমোক্রেসি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, মেয়েটির পরিবারকে আইনজীবী দিয়ে আমরা আইনি সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনিও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন নির্যাতিতার বাবা অভিযোগ করেন, বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে মেয়ের মেডিকেল পরীক্ষা করতে অনেক দেরি করা হয়েছে। কেন এত দেরি করা হলো তা নিয়ে আমার মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধছে। প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে ওই নির্যাতিতা মেয়েকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিল পুলিশ। সোমবার সকালে তার মেডিকেল পরীক্ষা হয়। কেন রবিবার মেডিকেল পরীক্ষা হলো না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চঞ্চল বাবু বলেন, মেডিকেল পরীক্ষা দেরি করে করলে তথ্য প্রমান সব নষ্ট হয়ে যায়। নির্যাতিতা মেয়েদের বলবো লজ্জা না করে দ্রুত ঘটনার কথা বাড়িতে জানাক।

ফাল্গুনী দেবীও বলেন, যেসব ঘটনায় অভিযুক্তরা তৃণমূল পরিবারের বা তৃণমূল ঘনিষ্ঠ, তাদের আড়াল করবার জন্য তৃণমূলের উপর মহল থেকে নিচের মহল পর্যন্ত চেষ্টা করে। দেরিতে মেডিকেল করিয়ে ঘুরপথে প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল। আমরা পরিবারটির পাশে আছি।

সেভ ডেমোক্রেসির সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল বাবু এদিন দাবি করেন, আরজিকর মেডিকেল হাসপাতালের ঘটনার পর এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৪৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ৮৬ শতাংশ ক্ষেত্রে শাসকদলের লোকজনের যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে।

বুধবার নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। সোমবার থেকেই পুলিশ পিকেট রয়েছে। পুলিশ থাকায় কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন তার পরিবার। নির্যাতিতার বাবা বলেন, কিছুটা ভরসা পাচ্ছি পুলিশ থাকায়। নতুন করে আর কোন চাপ আসেনি। তবে মেডিকেল পরীক্ষা দেরিতে হওয়ায় সন্দেহ দানা বাঁধছে।

নির্যাতিতার পরিবারের লোকজনরা জানিয়েছেন, আগামী ১১ ই নভেম্বর নির্যাতিতার মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা শুরু হবে। বর্তমানে সে এখন একটি হোমে আছে। পরিবারের লোকজন চান হোম থেকে এসে পরীক্ষায় বসুক সে।

পুলিশ জানিয়েছে পরিবারটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্যাতিতার বাড়িতে পুলিশ পিকেট বসানো ছাড়াও এলাকায় ২৪ ঘন্টা পুলিশি টহল চলছে। কেন মেডিকেলে দেরি হল ? পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার মেয়েটি আত্মহত্যা চেষ্টা করেছিল। পরিবারের লোকজন উদ্ধার করেছিল। পুলিশ তারপরেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। মেয়েটি অসুস্থ থাকায় সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল পরীক্ষা করা যায়নি। সুস্থ হলেই তার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে।

নেশার ঘোরে বড় ভাইকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাত সকালে ঘরের মধ্যে থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ালো গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর বড়া কেষ্টনগর এলাকায়। নেশার ঘোরে বড় ভাইকে পিটিয়ে খুনের দাবি পরিবার ও প্রতিবেশীর। খবর পেয়ে সোমবার সকালে গাইঘাটা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম অংশুমান ঢালী। পেশায় টোটো চালক। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর দুই সন্তানকে নিয়ে তিনি বাড়িতেই থাকতেন। অভিযুক্ত ছোট ভাইয়ের নাম অমৃত ঢালী। পুলিশ তাকে আটক করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সকালে ঘরের মধ্যে থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, তিন ভাই একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকতো। মেজ ভাই দিন কয়েক আগে শশুর বাড়িতে গিয়েছে। বউ চলে যাওয়ার পর থেকে দুই সন্তানকে নিয়ে মৃত অংশুমান ঐ বাড়িতে রয়েছে। ওদের অভিযোগ বড় ভাই এবং ছোট ভাই একসঙ্গে দৈনিক নেশা করে অশান্তি করে।

রবিবার রাতে নেশা করার পর দুই ভাইয়ের মধ্যে চরম বিবাদ হয়। প্রতিবেশীদের বক্তব্য, সে সময় ছোট ভাই দরজার হাক দিয়ে বড় ভাইয়ের মাথায় আঘাত করে। সকালে উঠে বড় ভাইকে ঘুম থেকে না উঠতে দেখে, ছোট ভাই দাদাকে ডেকে তুলতে না পেরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। কান্নায় ভেঙে পড়ে। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখে বড় ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি ছোট ভাইকে আটক করেছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের পোকা ধরা চাল- ডাল রান্না করে খাওয়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের মিড ডে মিলের খাবার রান্নার যে চাল ডাল রয়েছে, তার মধ্যে পোকা। সেই পোকা যুক্ত চাল ডাল দিয়েই রান্না করে শিশুদের খেতে দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ এনে শিক্ষিকাকে স্কুলের ঘরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালো অভিভাবক ও স্থানীয়রা। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার ৩৬৭ নং ঝাউখালি আইসিডিএস সেন্টারে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকা শ্যামলী রায় বাচ্চাদের পোকা ধরা চাল ডাল খাইয়ে আসছে। তাকে বলার

চতুর্থ পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীতাতপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৩৪ ❐ ০৭ নভেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

আজকের বাংলা যেন ধর্ষকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র

ঘটনার সূত্রপাত ৯ আগষ্ট। দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরজি কর মামলায় চার্জ গঠনের দিনক্ষণ প্রকাশ্যে এল। আশায় বুক বাঁধছে অনেকেই। হয়ত এবার সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে(?)! এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ঘটে চলেছে ঘটনার ঘনঘটা। জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ, অনশন, নবান্নে বৈঠক, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব, দীপাবলি। তবুও মানুষ কি স্বস্তিতে আছে? ধর্ষণের মতো নারকীয় ঘটনা ঘটেই চলেছে।কোথাও বা নিষ্পাপ শিশুকে লালসার শিকার বানিয়ে তাকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর কোলে। আবার কোথাও বা প্রেমিকাকে বন্ধুরা মিলে ধর্ষণ করে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে দেহটা। আবার কোথাও বা প্রেমিককে বেঁধে রেখে যুবতীকে ধর্ষণ। আবার স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ। বাদ পড়ছে না স্কুল ছাত্রীও। রবিঠাকুরের সোনার বাংলা কি হয়ে উঠল ধর্ষকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র? নর খাদকদের লালসার শিকারের এমন খবর মাঝে মধ্যে আগেও শোনা যেত। কিন্তু বর্তমান সময়ে যেন একটু বেশি মাত্রায় ঘটে চলেছে। ধর্ষকদের মনে কী বিন্দুমাত্র ভয় নেই! তাহলে মেয়েদের সুরক্ষা কোথায়? কীভাবে সুরক্ষিত হবে সমাজ? বিজ্ঞজনেদের কথায়— একমাত্র ধর্ষকদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তিই সমাজকে দিতে পারে সুরক্ষাকবজ।

জমিতে খড়বিচুলি পোড়ানোর জরিমানা দ্বিগুণ করল কেন্দ্রীয় সরকার

সার্বভৌম সমাচার : জমিতে খড়বিচুলি পোড়ানোর জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। ২ একরের কম জমির কৃষকদের ৫ হাজার টাকা, যাদের ২ থেকে ৫ একর জমি আছে তাঁদের ১০ হাজার টাকা এবং ৫ একরের বেশি জমি থাকা কৃষকদের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বাতাসের গুণমান ব্যবস্থাপনা কমিশন বৃহস্পতিবার সংশোধিত

বিধিমালা, ২০২৪ কার্যকর করেছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দিল্লিতে দূষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে দিল্লি ও কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লির দূষণের অন্যতম কারণ প্রতিবেশী পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় নাড়া বা খড় পোড়ানো। তা বন্ধ করতে দুই রাজ্যের সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হয় শীর্ষ আদালত। পরিস্থিতি বদলাতে জরিমানার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও আদালত প্রশ্ন তোলে। ক্ষুব্ধ আদালত জানায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণে জরিমানার ব্যবস্থা নখদন্ত হীন। জরিমানা ধার্য করা, তা সংগ্রহ করা এবং অনাদায়ে শাস্তির মতো বিষয় তদারকির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই বলে আদালত জানায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জরিমানার পরিমাণ বাড়িয়েই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী বায়ুদূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ বিচার করবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট।

প্রাণীজগতে বহুরূপী

অজয় মজুমদার

সামন্ততান্ত্রিক সময় থেকেই বাংলায় বহুরূপীদের উদ্ভব। আমাদের এই বাংলায় নানা রূপ ধরে মানুষের মনোরঞ্জন করা শিল্পীকে বহুরূপী বলা হয়। বহুরূপী নামে বিখ্যাত নাট্যদলও আছে। বেহরূপীয়া বা বহুরূপী (হিন্দুস্থানী) ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি অভিনীত শিল্প। আবার না মানুষীদের ক্ষেত্রে নানা রূপ ধারণকারীদেরই বহুরূপী বলে। বহুরূপী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যকে বহুরূপীতা বলে। না মানুষীদের উদাহরণ হল -কাঁকলাস, গিরগিটি; এছাড়াও বেশ কিছু সামুদ্রিক সাপ ও কচ্ছপ ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের গল্পের শ্রীনাথ বহুরূপী চরিত্রটি আজও অমর হয়ে রয়েছে। বহুরূপী সাজাটাও শিল্প। এই শিল্প দেখিয়ে আনন্দ দেয়। দুর্গাপূজার আগে এই শিল্পী অনেকেই প্রকাশ্যে আসেন। এই পেশা লুপ্তপ্রায়। আগে তারাপীঠ,তারকেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরে বহুরূপী দেখা যেত। তারামা, কালী, শিব ও নানা দেবতার সাজে সাজিয়ে পয়সা নিতো তীর্থ যাত্রীদের কাছ থেকে। গ্রামে এখনও গাজন ও দেলনৃত্যে বহুরূপী দেব দেবীর সাজে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। এভাবেই মানুষকে তারা আনন্দ দেয়। বিভিন্ন সাহিত্যে বহুরূপীর কথা উঠে আসে। বেশ কিছু প্রাণী আছে, যারা বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় প্রয়োজনে দেহের রং এর পরিবর্তন করে। বেশ কিছু প্রানী আছে, যারা শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পেতে পরিবেশের মতো দেহের রং পরিবর্তন করে খাদককের চোখে ধুলো দিয়ে বেঁচে যায়। ওরাই আবার ছোট পতঙ্গদের ফাঁদের ভ্রম তৈরী করে খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে। এই কৌশলটাই হল মিমিক্রি। মিমিক্রি বা অনুকরণ হলো একটি জীব এবং অন্য বস্তুর মধ্যে একটি বিবর্তিত সাদৃশ্য, প্রায়শই অন্য প্রজাতির একটি জীব। অনুকরণ বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বা একই প্রজাতির মধ্যে বিকশিত হতে পারে। একটি মডেলের মতো, যাতে একটি প্রতারককে প্রতারিত করা যায়। তিনটিই ভিন্ন প্রজাতির। একটি বেটিসিয়ান নকল, যেমন একটি হোভার ফ্লাই, ক্ষতিকারক নয়, যখন এর মডেল, যেমন একটি ওয়াপ, ক্ষতিকারক এবং পোকামাকড় খাওয়া পাখির মত প্রতারণার দ্বারা এড়ানো যায়। পাখিরা দৃষ্টি শক্তি দ্বারা শিকার করে। তাই সে ক্ষেত্রে নকল বুঝতে পারে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুকরণ ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটি ব্যবহার করতে পারে। বেটেসিয়ান সহ বেশিরভাগ ধরনের নকল প্রতারণা মূলক, কারণ নকলগুলি ক্ষতিকারক নয়। মুলেরিয়ান অনুকরণ— বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রজাতি একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, সৎ। যেমন- ওয়েপস এবং মৌমাছির প্রজাতির সকলেরই। সত্যিকারের অ্যাপোসোমাটিক সতর্কীকরণ রঙ থাকে। অনুকরণ শুধুমাত্র প্রাণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। pouyannian মিমিক্রিতে, একটি অর্কিড ফুল হলো নকল, একটি স্ত্রী মৌমাছি অনুরূপ, এর মডেল একটি প্রজাতির পুরুষ মৌমাছি, যেটি ফুলের সাথে মিলনের ইচ্ছা করে, এই পরাগ স্থানান্তর করতে সক্ষম, তাই অনুকরণটি আবার বাইপোলার হয়। অ্যারিস্টটল তাঁর "হিস্ট্রি অফ অ্যানিম্যালস" এ লিখেছেন যে, ছোট ছোট বাচ্চা তাদের উড়ন্ত বাচ্চাদের কাছ থেকে শিকারীদের প্রলুব্ধ করার জন্য একটি প্রতারণা মূলক বিভ্রান্তি প্রদর্শন করে।

যখন একটি লোক হঠাৎ একটি ছোট বাচ্চার কাছে আসে এবং তাদের ধরার চেষ্টা করে, তখন মুরগিটি শিকারীর সামনে গড়াগড়ি দেয়। খোঁড়া হওয়ার ভান করে। লোকটি প্রতি মুহূর্তে মনে করে যে, সে তাকে ধরতে চলেছে। এবং তাই তাকে টানতে থাকে। যতক্ষণ না তার প্রতিটি সন্তানের পালানোর সময় হয়; এরপর সে বাসায় ফিরে আসে এবং বাচ্চাটিকে ডাকে।

প্রজনন : প্রজনন মূলক অনুকরণ ঘটে

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

রাত আটটার সময় আমাদের পাশের ঘর থেকে সপাং সপাং করে বেত মারার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। পাশের ঘরে থাকতেন সুপারেনটেনডেন্ট স্যার। শম্ভুদা এসে আমাকে বলেছিল, "মিলন মার খাচ্ছে। পাঁচিল টপকে ম্যাটিনি শো-য়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কী সিনেমা?"

শম্ভুদা বলেছিল, "জংলি।"

সে আবার কি জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল, "কেন জানিস না শামী কাপুরের জংলি! ওই যে গানটা আছে, 'ইয়া...হু...চাহে কই মুঝে জংলি কহে।' ওই সিনেমাটা। দেখলাম, তোর জামাটা ওর গায়ে রয়েছে। ওটা আবার কখন দিলি?"

আমি বলেছিলাম, "আমি দেবো কেন! ওটা আমার কাছ থেকে এক রকম জোর করেই চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অত বড় দাদা, আমি তাকে বারণ করবো কী করে! কেন এই নিয়ে আবার কথা হচ্ছে নাকি!"

"হ্যাঁ... স্যার জিজ্ঞাসা করেছিল, জামাটা তুই কোথায় পেয়েছিস। ও তোর কথা জানিয়েছে। বুঝতে পারলাম স্যার রাগ করেছে তোর উপরে। তোকেও ডাকতে পারে।"

তখন তো আমার পা কাঁপা শুরু হল। "শম্ভুদা, তুই দেখ না বোঝাতে পারিস কিনা স্যারকে। ও আমার থেকে জোর করে নিয়ে গিয়েছে।"

স্যার আর আমাকে পরে ডাকেনি। শম্ভুদাই স্যারকে জানিয়ে দিয়েছিল।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ। হোস্টেলের মধ্যে, বাড়িতে গিয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম যুদ্ধ লাগবে। একসময় যুদ্ধ লাগলো। অনেক সাবধানে আমাদের হোস্টেলের ঘরে থাকতে বলা হল। অনেক রকম বিষয় শিখিয়ে দিল স্যারেরা। আমাদের ঘরের ঘুলঘুলি গুলো সমস্ত কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। রাতের বেলা ঘরের আলোই কেবল জ্বলে। রাস্তাঘাট সব অন্ধকার। আলো বন্ধ করতে হবে। আলো দেখতে পেলেই পূর্ব পাকিস্তানের প্লেন বোম্বিং করবে। আমরা ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কোনও রকমে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েই স্কুল, হোস্টেল ছুটি হয়ে গেল। আমি বাড়ি চলে গেলে দেখলাম, সেখানেও যুদ্ধের আয়োজন। বাড়ির সামনের বাঁশ বাগানে আর্মি ক্যাম্প বসেছে। বাড়ি থেকে অল্প দূরে ইছামতী নদী। তার ওপারে পূর্ব পাকিস্তান।

বাড়িতে আবার সবার সাথেই থাকতে হল। এখানেও অনেক বাধা-বিপত্তি। আগের মতো ছুটে বেড়াবার সুযোগ নেই। শম্ভুদা থাকলে, ঘরেতেই থাকতাম। সকলেই জানতে চায় হোস্টেল লাইফের কথা। একটা কথা মাকে বলতে লজ্জা করছিল। তবুও বলে ফেললাম। " জানো মা, আমার ওখানে পাঁচড়া হয়েছিল। সে কি লজ্জার ব্যাপার! গুরু মা আর ওনার বোন আন্টি দুজনে মিলে আমাকে গামছা পরিয়ে প্রতিদিন সারা জায়গায় নিম পাতা আর হলুদ বাটা দিয়ে দিত। আমি লজ্জায় হাত দিয়ে মুখ ঢাকলে বলতো, তুই বাড়িতে থাকলেও তোর মা এই ভাবেই নিমপাতা আর হলুদ বাটা দিয়ে দিত। এইসব গল্প গুজবের মধ্যে দিয়ে দিন কাটতে লাগলো। দাদুর সঙ্গেই বেশি সময় ধরে কথা বলতাম। রেজাল্ট বেরিয়ে গেলে বাবা রেজাল্টটা এনে দিয়েছিল। বাড়ি ফিরে মাকে বলেছিল, "ওকে আর কলকাতায় পাঠাব না। হয় এখানে থেকেই পড়বে, না হলে বড় জামাইয়ের স্কুলেই ভর্তি করে দেব।"

সময়ের ধারাপথ তার সরণি বেয়ে নিজের গতিতে বয়ে চলে। এর মধ্যে থেকেই নিজের শ্বাস বায়ুকে প্রাণভরে গ্রহণ করতে হয়। আমার জীবন ছিল লতা, গুল্ম, পত্ররাজির, চন্দ্রালোকিত জ্যোৎস্না, উজ্জ্বল অর্কপ্রভার কাছে সমস্ত পাওনা কড়ায়- গুন্ডায় বুঝে নেওয়ার। তবুও কিছু জটিলতা এসে মাঝেই থমকে যেতে চেয়েছিল। না, তেমন কিছু হয়নি! কেউ কমও কিছু দেয়নি। শিখিয়েছে জীবনের সংঘবদ্ধ জীবনের পথ চলা। তাতেও যে প্রাণ আছে, আজও আমাকে উজ্জীবিত করে।

হে আমার জীবনী শক্তি, তুমি নব নব চেতনার রসে জারিত হও। আমার সমস্ত চেতনা তোমাকে স্মরণ করে

চলবে...

বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি নাবালিকার, তদন্তে শিশু সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গাইঘাটার শিমুলপুর এলাকায় ১৭ বছরের নাবালিকাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফাঁকা মাঠে ধর্ষণ করার ঘটনায় এবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নির্যাতিতার বাড়িতে এলেন রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা। সোমবার সকালে নির্যাতিতার বাড়িতে যান তারা। ওই সময় অবশ্য নির্যাতিতার বাড়িতে কেউ ছিলেন না। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে এসে নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলেন তারা। শিশু সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিক অনন্যা চক্রবর্তী বলেন, পুলিশের তদন্তে যাতে কোন গাফিলতি না হয় সেটা নিশ্চিত করতেই আমরা এসেছি। জেলা পুলিশ সুপার, জেলাশাসক সকলকেই চিঠি দেওয়া হয়েছে। এদিন বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল থেকে নাবালিকাকে নিয়ে আসা হয় বনগাঁ আদালতে। সেখানে বিচারকের সামনে সে গোপন জবানবন্দি দিয়েছে। নাবালিকার বাবা বলেন, অভিযুক্ত যুবকের পিসি তৃণমূলের নেত্রী। তার এক কাকা পুলিশ কর্মী। স্বাভাবিক ভাবে সরাসরি না হলেও পেছন থেকে ভয় দেখানো হচ্ছে, প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে অভিযুক্ত যুবকের পিসি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমার বিরুদ্ধে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । আমি বরঞ্চ ওদের বলেছি, তাঁদের যদি কোন আইনি সাহায্য দরকার হয় আমি দিতে প্রস্তুত। আর আমার ভাইপোকে আমি পুলিশের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছি।

এদিন সকালে নির্যাতিতার বাড়িতে যান সমাজকর্মী প্রদীপ সরকার, মানবাধিকার কর্মী নন্দদুলাল দাস সহ আমরা আক্রান্তর সদস্যরা। নির্যাতিতার পরিবার বাড়িতে না থাকায় তারা ফোনে কথা বলে তাদের পাশে থাকা বিষয়ে অশ্বস্ত করেন। আমরা আক্রান্ত সদস্য প্রয়াত বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা রায় বলেন, চারিদিকে থ্রেট কালচার চলছে, মুখ্যমন্ত্রী সঠিক পদক্ষেপ নিলে আজ এই পরিস্থিতি হয় না। রাজ্যের চারিদিকে নারী নির্যাতনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হোক। এদিন এসএফআই, ডিওয়াইএফআই মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় । নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল প্রাইভেট কোচিংয়ে পড়তে যাবে বলে। অভিযোগ, রাস্তা থেকে এক যুবক তাকে ভয় দেখিয়ে হাত বেঁধে ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার শিমুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। নাবালিকার পরিবারের দাবি, এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছিল নাবালিকা। শনিবার সকাল থেকে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। চুপচাপ ছিল। দুপুরে বাড়িতে যখন বাবা-মা কেউ ছিল না, সে তখন গলায় ওড়না জড়িয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। নাবালিকার কাকিমা তাকে উদ্ধার করে। এর পরেই গোটা ঘটনাটি সে সকলের সামনে তুলে ধরে। শনিবার রাতেই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত সুজিত পালকে গ্রেপ্তার করে।

সাড়ম্বরে শুরু হল ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজো ও অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ৭ নভেম্বর মহাষষ্ঠির সন্ধ্যায় চাঁপাড়ার ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘ আয়োজিত শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠান ও মেলার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বনগাঁ দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, অঞ্জনা বৈদ্য, বাপী দাস, গাইঘাটার বি ডি ও নীলাদ্রি সরকার, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, সমাজকর্মী কৃষ্ণ চৌধুরী, জয়দেব বর্ধন, বিশ্বাজিৎ ঘোষ, অমর মজুমদার প্রমুখ। আসেন বনগাঁ জি আর পি'র অফিসার ইনচার্জ নয়ন মিত্র।

কিশলয় সংঘের অন্যতম সদস্য ও সংগঠক দেবপ্রসাদ বাল আগত সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। ক্লাব সভাপতি ও সম্পাদক পলাশ দাস ও কমল নস্কর সকল অতিথি বৃন্দকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় প্রদানে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট জনের জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে মেলা ও অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে পুজো ও উৎসবের সাফল্য কামনা করেন।

প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ বিশ্বাস ও বি ডি ও নীলাদ্রি সরকার পুজো মণ্ডপের ফিতে কেটে ১২ তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজো এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অন্যতম কর্নধার দেবপ্রসাদ বালা জানান, সপ্তাহ ব্যাপী উৎসবের বিভিন্ন দিনে সংগীত, নৃত্য, বাউল, যাত্রাপালা, ব্যান্ডের অনুষ্ঠান এবং শেষ দিনে এক ঝাঁক শিল্পী সমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। ক্লাবের সদ্য প্রয়াত তরুণ সদস্য বিজয় মণ্ডলের স্মরণে এদিন উপস্থিত সকলে শোক জ্ঞাপন করেন এবং প্রয়াত সদস্য বিজয়ের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান।

উজ্জ্বল সংঘের শ্যামা পুজোয় বস্ত্রদান

নীরেশ ভৌমিকঃ এলকার অসহায় দরিদ্র মানুষজনের মুখে হাসি ফোটাতে শ্যামা পুজোর খরচ কমিয়ে বস্ত্রদান কর্মসূচীর আয়োজন করে গোবরডাঙা গড়পাড়ার উজ্জ্বল সংঘের সদস্যগণ। গত ২ নভেম্বর আয়োজিত বস্ত্র প্রদান কর্মসূচি বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও শিক্ষক বিধান রায়ের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়।

এদিনের বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গোবরডাঙা পৌরসভার পৌরপতি শংকর দত্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিজন নন্দী ও অধ্যাপক উমেশ অধিকারী, শিক্ষক সঞ্জয় বিশ্বাস, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সুবর্ণ রায়, সমাজসেবি অলক নাথ রায় প্রমুখ।

ক্লাব সভাপতি তারক ঘোষ ও সম্পাদক দিলীপ দাস সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। উপস্থিত বিশিষ্টজন সমবেত দুস্থ মানুষজনের হাতে শাড়ি-কাপড়, ধুতি, লুঙ্গি ইত্যাদি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। উৎসবের সময় নতুন বস্ত্র পেয়ে অতিশয় খুশি দরিদ্র মানুষজন।

এদিনের বস্ত্রদান কর্মসূচী শুরুর প্রাক্কালে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পী ও সম্ভবনাময় আবৃত্তিকার শুভজিৎ মুখার্জির আবৃত্তি উপস্থিত সকলের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। এছাড়াও আবৃত্তি করে শোনান শিক্ষক সঞ্জয় বিশ্বাস ও ছাত্রী সুদীপ্তা মুখার্জী এবং সংগীত পরিবেশন করেন দেবস্মিতা বড়াল।

দেবীপুর নবীন স্বামীজি সংঘের পুজোয় বস্ত্রদান

নীরেশ ভৌমিকঃ গাইঘাটা দেবীপুর নবীন স্বামীজি সংঘের ৪৮ তম বর্ষের শ্যামা পুজো ও দীপাবলী উৎসব এবারও বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। দর্শনীয় মাতৃ প্রতিমা, পূজা মণ্ডপ ও আলোক সজ্জা দর্শনার্থীদেরকে মুগ্ধ করে। পুজো ও উৎসবে এলেকার অসহার দরিদ্র মানুষজনের মুখে হাসি ফোটাতে এবারও দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে হয়। ক্লাবের অন্যতম সদস্য কিশোর বিশ্বাস জানান, পুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে কয়েকশো দরিদ্র মানুষজনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে পুজোর ক'দিন অগণিত দর্শক সমাগমে দেবীপুর নবীন স্বামীজি সংঘের শ্যামা পূজা ও দীপাবলী উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে। কিশোর বাবু আরোও জানান, গাইঘাটা ব্লক প্রশসনের বিচারে তাঁদের পুজো এবারে সামাজিক সচেতনা প্রচার ও পরিবেশ বান্ধব বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছে।

পরশ এর মূকাভিনয় ও নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৪ নভেম্বর অপরাহ্নে ঠাকুরনগরের পি আর ঠাকুর পল্লীতে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে পরশ সোস্যাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন আয়োজিত পরশ মূকাভিনয় ও নাট্য উৎসবের সূচনা করে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট মঞ্চাভিনেতা গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা বরুণ কর, সমাজসেবি বৈদ্যনাথ দলপতি, সংস্কার ভারতীর জেলার প্রতিনিধি শাশ্বতী নাথ প্রমুখ।

পরশ সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শাশ্বত বিশ্বাস উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। এদিন বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ইন্দ্রানী বিশ্বাসকে পরশ সম্মানে ভূষিত করেন ।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির অর্থানুকুল্যে পরশ অঙ্গনে আয়োজিত উৎসবের শুরুতে সংস্থার কচি কাঁচার সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। হাবড়ার শত কমল মাইম সোসাইটি পরিবেশিত মূকাভিনয় দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। গাইঘাটার আলো নাট্য সংস্থা পরিবেশিত নাটক ভর্গ এবং গোবরডাঙার মৃদঙ্গম নাট্য সংস্থা পরিবেশিত মজার নাটক 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' ও সূক্ষ্মবিচার, সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। এছাড়াও ছিল প্রখ্যাত মুকাভিনেতা শাশ্বত বিশ্বাসের নির্দেশনায় পরশ সংস্থার শিল্পীদের মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

ব্লক প্রশাসনের সেরা ১০ শ্যামাপূজা

সংবাদদাতা ঃ গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন বিবেচিত কালীপূজা বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছে অনুমোদন প্রাপ্ত ব্লকের ১০টি পুজো কমিটি। মণ্ডপ, আলোক সজ্জা ও প্রতিমায় সবার সেরা চাঁদপাড়ার মিলন চক্র ক্লাব, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চাঁদপাড়ার চৌরঙ্গী ও গৌরবোজ্জ্বল সংঘ, তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে চাঁদপাড়া স্টেশন পার্শ্বস্থ ঢাকুরিয়া ফ্রেণ্ডস মিউজিক্যাল গ্রুপ, সেকাটি এগিয়ে চলো নবীন সংঘ ও চাঁদপাড়া স্টেশন রোডস্থ প্রগতিশীল যুব গোষ্ঠী।

এছাড়াও সামাজিক সচেতনতা প্রচার ও পরিবেশ বান্ধব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে দেবীপুর নবীন স্বামীজি সংঘ, দ্বিতীয় স্থানে কলাসীমা বিবেকানন্দ ক্লাব এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ঠাকুরনগর কাড়োলার অরবিন্দ ক্লাব ও চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া তরণ দল ক্লাব। পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ জানান, চলতি মাসের মধ্যেই বিবেচিত বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের হাতে শারদ ও দীপাবলী সম্মান তুলে দেওয়া হবে।

মতুয়া রুরাল ফাউন্ডেশনের বস্ত্রদান কর্মসূচী

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবার ও শারদও দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে এলেকার দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে মতুয়া রুরাল ভেডলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর সদস্যগণ। গত ৩০ অক্টোবর চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়ার

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারন সম্পাদক ডাঃসুখেন্দ্রনাথ গাইন এর বাসভাবন সংলগ্ন ফাউন্ডেশনের কার্যালয় থেকে এলেকার শ'দুয়েক অসহায় দুস্থ মানুষজনের মধ্যে নতুন ধুতি ও শাড়িকাপড় বিতরণ করা হয়। বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মতুয়া মহাসংঘ ও ফাউন্ডেশনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পাদক ডাঃ গাইন ছাড়াও ছিলেন প্রবীণ মতুয়া নেতৃত্ব বিপদ ভঞ্জন গোঁসাই ও নীলরতন গোঁসাই; ছিলেন তন্ময় বিশ্বাস, বিকাশ পাঁজি শিক্ষক অপূর্ব মজুমদার, অভিজিৎ বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষিকা মাধুরী গাইন, তুলসী ঘোষ, হর কুমার বাইন, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ রায়, সুব্রত বৈদ্য প্রমুখ। মতুয়া সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত দুস্থ মানুষজনের হাতে বস্ত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। দীপাবলী উৎসবের প্রাক্কালে নতুন বস্ত্র পেয়ে অতিশয় খুশি অসহার দরিদ্র মানুষজন। মতুয়া ভক্ত সীফন ও রীপন বারুই এর আন্তরিক উদ্যোগে মতুয়া রুরাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন আয়োজিত বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

বানভাসিদের পাশে কালীবাড়ি মন্দির কমিটি

নীরেশ ভৌমিক ঃ পুজোর খরচ বাঁচিয়ে এলেকার বানভাসি মানুষজনের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিল চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সদস্যগণ। সম্প্রতি মন্দির কমিটির সভাপতি গৌতম লোধ ও কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ঘোষ, সম্পাদক সৈকত দাস প্রমুখ কয়েক হাজার টাকার খাদ্য সামগ্রী নিয়ে গাইঘাটার বিডিওর দফতরে যান। বিডিও নীলাদ্রি সরকার মন্দির কমিটির সদস্যদের নিয়ে স্থানীয় মণ্ডলপাড়ায় চলে আসেন। মণ্ডলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়রত দরিদ্র বানভাসি মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ।

মছলন্দপুরে জমজমাট শ্যামাপূজা

সঞ্জিত সাহা ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও মছলন্দপুরে শ্যামাপুজো বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের পুজো এলেকাবাসী ও হাজার হাজার দর্শনার্থীগণের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। মছলন্দ পুরের ঐতিহ্যবাহী বয়েজ ক্লাবের সুবিশাল দর্শনীয় পুজো মণ্ডপ এলেকাবাসীর নজর কাড়ে। শক্তিমান, বলাকা, জাগরনী ক্লাবের শ্যামা পুজোর মণ্ডপ, দেবী প্রতিমা ও আলোক সজ্জা দর্শনার্থীদেরকে মুগ্ধ করে।

অন্যদিকে মছলন্দপুরের সাদপুরের নেতাজী সংঘের পুজোর এবারও যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। সুসজ্জিত পুজো মণ্ডপ, আলোকসজ্জা এলেকাবাসী সহ দর্শনার্থদের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। সংঘের ৪৫ তম বর্ষের পূজা মণ্ডপ, দর্শনীয় প্রতিমা ও আলোক সজ্জা দর্শনার্থীদের প্রশংসা লাভ করে। পূজা প্রাঙ্গনের অস্থায়ী আলোকজ্জ্বল মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানে অগণিত মানুষের সমাগম ঘটে।

আকাঙ্ক্ষার বিজয়া সম্মেলন

প্রতিনিধি ঃ প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা নাট্য সংস্থার আয়োজনে গত ২৯ অক্টোবর নিজস্ব মহলা কক্ষ উপাসনা নাট্য গৃহে পালিত হয় বিজয়া সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি, সম্পাদিকা সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সংস্থার ক্ষুদে শিল্পী অরণ্য সরকারের নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। দলের সদস্য, সদস্যরা নৃত্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও আকাঙ্ক্ষার নবতম প্রযোজনা মানব পুতুল মহিষাসুর পালা মঞ্চস্থ করে। সামগ্রিক ভাবনায় সুজয় পাল ও সম্প্রতী দাস। নির্দেশনা দীপাঙ্ক দেবনাথ। সমস্ত শিশুসহ প্রত্যেকে এই পুতুল নাটক উপভোগ করেন।

তরুণতীর্থের প্রশিক্ষণ শিবির

প্রতিনিধি ঃ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তরুণতীর্থের রাজ্য প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো উত্তর চব্বিশ পরগণার গোবরডাঙ্গায় কিশলয় তরুণতীর্থ প্রাঙ্গনে। আয়োজিত এই শিবিরে মুর্শিদাবাদ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মোট ৬৫ জন অংশগ্রহণ করে। শিবিরে সমবেত ড্রিল, পিটি, প্যারেড, ছড়া নৃত্য, লোকনৃত্য ইত্যাদি অনুশীলন করা হয়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য সম্পাদক ভাস্কর বসু। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক গগন নস্কর, উপদেষ্টা মৃণাল গুপ্ত ও মদন নন্দী, প্রবীর দাস, সুজিত ব্যানার্জি, রতন সরকার, তাপস কুমার মন্ডল, বিশ্বজিত দাঁ, সুজিত দে প্রমূখ বিশিষ্ট রাজ্য নেতৃবৃন্দ। এই শিবির উপলক্ষে "তরুণতীর্থ" পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা "শিখন সঙ্গী" প্রকাশ করা হয়।

সান্ধ্যকালীন সাংগঠনিক আলোচনা পর্বে তরুণতীর্থের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেন বর্ষিয়ান সংগঠক দীপক কুমার সরকার। এছাড়া ওই আসর গুলি বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে। এই সমস্ত আসরের প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি ও ভাইবোনদের নিয়ে প্রতিবছর তরুণতীর্থের বার্ষিক সাধারণ শিক্ষা শিবির করা হয়। এবছরের এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৬ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৪, মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলাতে। এই বার্ষিক শিক্ষা শিবিরের প্রশিক্ষণ উন্নত মানের, সুষ্ঠ ও পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিশলয় তরুণতীর্থ আসরের ব্যবস্থাপনায় উক্ত প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের

প্রথমপাতার পর...

পরও সে তা বন্ধ করেনি। এদিন বাচ্চাদের খাবার আনতে গিয়ে খাবারে পোকা দেখে অভিভাবকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শিক্ষিকাদের ঘরে আটকে রাখে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সুপারভাইজার ও বয়রা পঞ্চায়েত প্রধান। তারা অভিভাবকদের দীর্ঘ সময় ধরে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। প্রায় ঘন্টা দুয়েক আটকে রাখার পর পুলিশ দিদিমণিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

সুপারভাইজার রিয়া মন্ডল জানান, বিষয়টির খবর পেয়ে এলাম। চালে ডালে পোকা, উনি আমাদেরকে জানাননি। হয়তো বৃষ্টির কারণে পোকা লাগতে পারে। আমরা খুব দ্রুত চাল ডাল পরিবর্তন করে দেব। এবং এ বিষয় নিয়ে ব্যবস্থা নেব।

বয়রা পঞ্চায়েত প্রধান সুষমা মন্ডল বলেন, ঘটনাস্থলে সুপারভাইজার দিদি এসেছিল এবং থানাও এসেছিল পরিস্থিতি সামাল দিতে। উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবব্রত ঢালী বলেন, সরকারের দুর্নীতি ছত্রে ছত্রে ছেয়ে গেছে। বাচ্চাদের মিড ডে মিলেও দুর্নীতি করছে। পোকা ধরা চাল খেয়ে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়লে এর দায় কে নেবে?

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**